Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৫৭/৬১ পা

মুক্তির পথে

শ্রীশ্রীহরিক্ষ্যাপা কথিত

"মুক্তিনাথ"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক—
সুনীতি কুমার পাঠক
সিদ্ধেশ্বর সেবাশ্রম
দেউলঘাটা।

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৬২।
মূল্য—আশ্রম সেবার জন্য স্বেচ্ছায় দান।

মুদ্রাকর—
শ্রীলক্ষ্মী শঙ্কর ত্রিবেদী
অন্নপূর্ণা প্রেস,
পুরুলিয়া (মানভূম)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

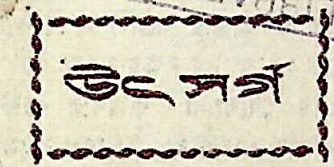

উৎসর্গ

3/48

শ্রীশ্রীদেবী মা

মা-মাগো !

ছায়াচ্ছন্ন তোমার সাধন ক্ষেত্রে আমাকে তোমার মাতুল চরণে ঠাঁই দিয়ে অভিষিক্ত করেছ। আমার চির আকাঙ্খিত ও বাঞ্ছিত মাতৃত্বের আস্বাদ আমায় অনুভব করিয়েছে,—আমার স্বর্গগতা জননীর অভাব পূর্ণ করেছ।

তোমার সারা জীবনের সাধনায় সঞ্চিত অমৃতত্বের আস্বাদ আমায় অনুভব করিয়ে আমাকে মুক্তির আলোক দেখিয়ে মুক্তির পথে যাত্রা করতে শিখিয়েছ, তাই আমার চলতি পথের প্রথম সোপানরূপে "মুক্তির পথে" তোমার কর-কমলে উৎসর্গ ক'রলাম।

তোমার অভাগা সন্তান

"মুক্তিনাথ"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লেখকের নিবেদন।

আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি অর্পণ করি পাঠক ও পাঠিকার উদ্দেশ্যে। যতদূর সম্ভব সহজ ও সরল ভাবে বইখানি পাঠকদের বোধগম্য ক'রবার চেষ্টা ক'রেছি। পূজনীয় ক্ষেপা বাবার আরও বহু উপদেশ র'য়েছে এক সঙ্গে সমস্ত প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল না। ২য় খণ্ডে শীঘ্রই অন্যান্য উপদেশ গুলি প্রকাশ করা হ'বে। এই ক্ষেপা বাবার উপদেশ গুলি সাধারণের মাঝে যা'তে বহুল প্রচার হয় তার জন্যে পাঠক ও পাঠিকাদের অনুরোধ করি, তা হ'লেই আমার শ্রম সার্থক বলেই মনে ক'রব।

পরিশেষে এই বইখানি প্রকাশের পথে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নিতাই চন্দ্র দাস মাষ্টার মহাশয় (পুরুলিয়া) ডাঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় (বেগুণকোদর) পূজনীয় ঠাকুর ললিত মোহন চট্টরাজ (বেগুণকোদর) প্রীতি ভাজন দুঃখহরণ নায়েক (বুণ্ডু) শ্রীযুক্ত ইন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র (বড়াম) শ্রীযুক্ত জগবন্ধু সিং সর্দ্দার (নাগরা) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ গরাঁই (পুরুলিয়া) মহাশয়গণকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, তাঁহারা উৎসাহ না দিলে বইখানি লেখা হইত না।

আমার পরম প্রীতি ভাজন ও বন্ধুবর প্রগতি পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীশঙ্কর ত্রিবেদী মহাশয়ের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ, তিনি বিনামূল্যে বইখানি মুদ্রণ করিয়া না দিলে ইহা প্রকাশ করা সম্ভবপর হইত না, তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বিনীত—

গ্রন্থকার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা—	পংক্তি—	অশুদ্ধ—	শুদ্ধ—
উৎসর্গ	৬	করিয়েছে	করিয়েছ
ঐ	৭	সারা	সাড়া
৩	৩	প্রকার	প্রকাশ
৫	১৮	কিয়ে	কিরে
৭	১৫	মহামন্ত্রার	মহামায়ার
৯	৯	অছি	আছি
১০	৭	মহাদেবের	মহাদেব
১২	৯	পথে	পথ
২০	১৮	আত্মাকে	আত্মাকে ডাকছে আয় আয় আয়; আত্মাকে
২৩	১৭	মতেই মিটিয়া	মনেই মিটিয়া
ঐ	১৮	কাটাল	কাটলে
ঐ	২০	ঢেউকে	মনের ঢেউকে
২৫	১৬	বলিলন	বলিলেন
	১৯	ক, আত্মা করে কি	কি,
৩৩	২০	বি ন্ত্রী	বিক্রী
৩৬	১৪	দেখনা	দেখনা যারা
৪৭	২	করা—	করা—মানে ভগবানকে অবিশ্বাস করা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varan

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/48
1/13

ভূমিকাঃ—

পুরুলিয়া আসিয়াছি। একখানি হ্যাণ্ডবিল হাতে পাইলাম, হ্যাণ্ডবিলখানি পড়িয়া দেখিলাম, জেলিয়া-পাড়ায় শ্রীশ্রীনাম মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে, অনুষ্ঠান আহ্বায়ক একজন দীন দরিদ্র ক্ষেপা, লোকে তাঁহাকে হরিক্ষেপা বলিয়াই জানে।

হরিক্ষেপা হরিক্ষেপা হরিক্ষেপা, এ আবার কেমন ধারা বাবা, বড্ড মজার নামতো, দেখতেই হবে। সাংবাদিক জীবনের কৌতুক নিয়ে মজা করিতে ছুটিয়া চলিলাম গবড়াগড়ার মাঠে। দেখিলাম খুব ভীড় নানা-রকম দাঁড়িওয়ালা গেরুয়াধারী গাঁজাখোর সন্ন্যাসী জড় হইয়া রহিয়াছে।

ছেলেদের ভীড়ের দিকে তাকাইয়া দেখি এক গেরুয়া জটাধারী হৃষ্টপুষ্ট সাধু তাহাদের গালাগালি দিতেছে, গালাগালি শুনিতে লাগিলাম, শুনিয়া বুঝিলাম সত্যই এর শক্তি আছে, তা না থাকিলে এত লোকের মাঝে এরূপ গালাগালি দিতে সাহস পাইত না। আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীরবে তাঁহার চরণে মনে মনে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম।

তাহার পর আর কোন পরিচয় নাই! নানারকম লোকের মুখে নানারকম অলৌকিক কথা শুনিতে লাগিলাম এ সাধু যেখানেই চাঁদা খুঁজিতে যান তাহার মনের কথা জানিয়া তাহার আগেই বলিয়াদেন—তুই শালা এত টাকা দিব মনে করেছিস্ তাই দে শালা"। নানারকম যতই শুনি ততই তাহার উপর মনের বিরূপতা আসে—ভাবি এ বেটাতো ভেল্‌কি বাজি জানে; এ আবার কেমন সাধু।

হরিবোলের শেষ দিন আবার তাঁহাকে দেখিতে গেলাম, দেখি সৌম্য শান্ত সুন্দর মূর্ত্তি, ঢুলু ঢুলু আঁখি, ভাবাবেশে সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত, আর তাঁহারই বাম পার্শ্বে কল্যাণী মূর্ত্তিতে তাঁহার দেবী অর্থাৎ শ্রীশ্রীমা। এবারেও একটী জিনিষ আমার মনে পড়িল এরূপ যেন কোথায় দেখিয়াছি, বার বার মনে করিতে লাগিলাম কিন্তু মনে করিতে পারিলাম না। হরিবোল শেষ হইয়া গেল, হরিক্ষেপা চলিয়া গেল, মন হইতে হরিক্ষেপার স্মৃতি মুছিয়া ফেলিলাম।

দিন-দশ পনের পরের কথা, একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, স্বপ্নের মত দেখিলাম ক্ষেপা ও তাঁহার বাম পার্শ্বে শ্রীশ্রীমা বসিয়া আছেন, আমি তাঁহাদের পাশে বসিয়া উপদেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিখিতেছি, কে যেন আমাকে বলিয়া গেলেন "ওরে রামকৃষ্ণের তো মাষ্টার ছিল তুই এর মাষ্টার হ'না, এর উপদেশ গুলি লিখে বাহিরে বই করে প্রকার কর। স্বপ্নের কথা স্বপ্ন বলিয়াই উড়াইয়া দিলাম।

ভাহার পর দুই তিন মাস হইবে পুরুলিয়ার শ্রীযুক্ত নিতাই চন্দ্র দাস যাঁহাকে আমরা মাষ্টার মহাশয় বলিয়া ডাকি তাঁহার দোকানে বসিয়া চা খাইতেছি আমার বন্ধু উপেনবাবু আমার পাশে বসিয়া রহিয়াছেন, হরি-ক্ষেপাও দোকানের অপর দিকে বসিয়া চা খাইতেছেন। বার বার আমার মনের কথা তাহাকে বলিবার জন্য আমার বিবেক তাগাদা দিতে লাগিল কিন্তু নিজেকে চাপিয়া রাখিলাম ক্ষেপা বোধ হয় তাহা লক্ষ্য করিয়া হাঁসিলেন। আমি আর কোন মতেই নিজেকে চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম বাবা আপনার কোন লেখা আছে তো দিন আমি আমার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া দিব। স্বপ্নের কথাও তাঁহাকে বলিলাম। তিনি যোগ সাধন সম্বন্ধে একটী লেখা দিলেন, স্বপ্নের কথাতে বলিলেন— মায়ের ইচ্ছা সব তাঁর ইচ্ছাতেই হয়, আমি কে; আমি কিছুই জানিনা। বুঝিলাম যে ঠাকুর তুমি যদি না জান তাহা হইলে কি আমাকে লেখা দিতে, তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতই লুকোচুরি খেলনা কেন ঠাকুর আমি তোমার ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া কিছুতেই ছাড়িব না।

তাই আজ শ্রীশ্রীহরি ক্ষেপার ভাবের ঘরে চুরি করিতে বসিয়াছি ও "মুক্তির পথে" নাম দিয়া এই বইখানি প্রকাশ করিতেছি।

নিবেদক—

—লেখক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(এক)

বেলা প্রায় সাড়ে আটটা হইবে সেদিন, ছিল ৯।১২।৫৩ তারিখ আমি উপেনদার বাড়ীতে বসিয়া চায়ের কাপে সবে মাত্র চুমুক দিয়াছি। মাষ্টার মহাশয় গিয়া আমার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন, তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বলিলাম—কি মাষ্টার মহাশয় ব্যাপার কি ?

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন ক্ষেপার একটি লেখা ছাপিতে নিয়াছ দাও। আমি শুধাইলাম তিনি কোথায় ? দোকানে আছেন তুমি চাটা খে.য় এসো, বলে মাষ্টার মহাশয় চলে গেলেন।

অনেক দিন পর আবার ক্ষেপার সঙ্গে দেখা হইবে এই আনন্দে মনটা নাচিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি গরম চা শেষ করে নিয়ে মাষ্টার মহাশয়ের দোকানে গেলাম—দেখি ক্ষেপা একজন ভক্তের সঙ্গে গল্প করিতেছেন। আমি গিয়া ক্ষেপাকে প্রণাম করিলাম, কিন্তু বেটা পায়ের ধুলা লইতে দিল না, উপেনবাবুও আমার সঙ্গে ক্ষেপাকে দেখিতে গিয়াছিলেন।

ক্ষেপা বলিলেন কিরে তোর দেখাই নাই যে, আমার লেখাটা কি করলি।

আমি বলিলাম আপনার লেখাটা পাঁচদিনের মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছাপিয়া মাষ্টার মহাশয়ের দোকানে দিয়া যাইব। ক্ষেপা বলিলেন হ্যাঁ তা দিস্। ওর আমার একটা হ্যাণ্ডবিল ছাপিতে হইবে, শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ ও কুমারী পূজা করাইব। আমি বলিলাম আপনার হ্যাণ্ডবিলটা দিন। আমার কাছে তো নাই, ছুতার পাড়ার অমূল্যের ঘরে রহিয়াছে। তুই আমার সঙ্গে দেখা করিস্ তোর সঙ্গে তোর সম্বন্ধে কথা রহিয়াছে।

আমার সম্বন্ধে কি বলিবেন জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়িলাম, কখন শুনিতে পাইব তাহার জন্য মন চঞ্চল। নাথু পাগলাকে লইয়া ক্ষেপা গাঁজা খাইতে লাগিলেন—আমি দূরে দাঁড়াইয়া থাকিলাম। ক্ষেপা একবার আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন দেয়াশেলাই জ্বালিয়া দাও; আমি পকেট হইতে দেয়াশেলায় বাহির করিয়া তাঁহার গাঁজার কলিকায় জ্বালিয়া দিলাম।

উপেনদার সঙ্গে যুক্তি করিয়া তাহাকে বলিলাম ক্ষেপাকে তোমার ওখানে লইয়া চল. তাহা হইলে আমার সম্বন্ধে কি বলিবেন জানিতে পারিব ও তোমার সম্বন্ধে শুধাইব। ক্ষেপার গাঁজা খাইতে প্রায় আধ ঘণ্টা লাগিল,—গাঁজা খাওয়া হইলে আমি ক্ষেপাকে বলিলাম আমার বন্ধু একবার আপনাকে তার বাড়ীতে পায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধুলা দিতে বলিতেছেন আপনি চলুন। ক্ষেপা বোধ হয় আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন— বলিলেন এখনতো যাওয়া হবেনা। আমি ও উপেনদা কত অনুরোধ করিলাম কিন্তু ক্ষেপা কিছুতেই সম্মত হইলেন না, আমায় চঞ্চলতা দেখিয়াই ক্ষেপা আসিলেন না। ক্ষেপা বলিলেন তোর মাকে লইয়া আসবি তাহা হইলেই হইবে। আমি বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম আমার মাকে? ক্ষেপা বলিলেন হাঁ আমার দেবীকে। তার পর বলিলেন—

ওরে সব প্রকৃতির মোহে আবদ্ধ। জীব আজ প্রকৃতিতে লীন। প্রকৃতির বন্ধন মুক্ত না হইলে জীবের কল্যাণ নাই। মোহ প্রত্যেককে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, মোহ দয়া করিয়া মুক্ত না করিয়া দিলে জীবের সাধ্য নাই যে নিজেকে মোহ হইতে রক্ষা করিতে পারে। মোহকে আমি এখন প্রকৃতিকে বলিতেছি এবং প্রকৃতিই মায়া, মহামায়ার আরাধনা কর মায়া হইতে মুক্তি পাইবি।

আমি কিন্তু নাছাড়বন্দা, আমার সম্বন্ধে ক্ষেপা কি বলিবে আমাকে জানিতেই হইবে এবং তাহা যত শীঘ্র সম্ভব। আমি ক্ষেপাকে বলিলাম চলুন আপনার সঙ্গে যাইতেছি, আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম ক্ষেপার সঙ্গে গেলে, ক্ষেপা আমাকে আমার সম্বন্ধের কথা বলিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাস্তায় ক্ষেপা আমাকে বলিলেন তুই আজ ছয় দিন ঘর যাস নাই. ওরে টাকা থাকলে বহুত বন্ধু পাবি, কিন্তু টাকা যখন শেষ হয়ে যাবে বন্ধুও উড়ে যাবে। ওরে কর্ম্ম করে যা, কর্ম্ম হ'তে জীবের মুক্তি। ভোগের শেষ না হলে ত্যাগ হয় না, আবার কর্ম্মের শেষ না হলে মুক্তি নাই।

শ্রীযুক্ত অমুল্য রতন দে মহাশয়ের বাড়ীতে আনুমানিক প্রায় দশটায় আসিলাম। ক্ষেপা ভিতরে গেলেন, আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিলাম, মিনিট পাঁচ পরে ক্ষেপা আমার জন্য একখানি চেয়ার পাঠাইয়া দিলেন, আমি চেয়ার খানিতে বসিয়া পড়িলাম। ক্ষেপা একটী ছেলেকে কতকগুলি আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের নাম বলিতে বলিতে বাহিরে আসিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেবী অর্থাৎ শ্রীশ্রীমা স্নান করিয়া ফিরিলেন, হাতে তাঁর একটী ছোট পিতলের বালতী জলে পূর্ণ। আমি মা'কে রাস্তাতেই দেখিয়া মনে মনে প্রণাম করিয়া লইলাম। শ্রীশ্রীমা ঘরে প্রবেশ করিতে না করিতেই ক্ষেপা তাহাকে গালাগালি দিতে লাগিলেন। মা'কে গালাগালি করিবার হেতু যে কি তাহা বুঝিতে পারিলাম না; আমি ভাবিলাম ভক্তকে মানে হয়তঃ আমাকে এরূপ ভাবেই পরীক্ষা করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া মেলিতে বাহিরে গেলেন, আমিও ঘরে প্রবেশ করিলাম, মা ফিরিয়া আসিলেন, আমি তাঁহাকে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিলাম, মনে মনে নীরবে প্রার্থনা করিলাম,— "মা-মাগো, তুমি তোমার ছেলের স্খলন-পতন পাপ-তাপ সমস্ত গ্রহণ কর মা, আমার যা কিছু সমস্ত তোমার ঐ চরণ প্রান্তে নিবেদন করলাম্ মা, তুমি শুধু তোমার ছেলেকে মানুষ করে তুল। আমি দেবতা হ'তে চাইনা মা, আমি মানুষ হ'তে চাই। আমি বসিয়া আছি, ক্ষেপা হ্যাণ্ডবিল খানি খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু পাইলেন না তখন বলিলেন আমি বলে যাচ্ছি তুই লিখেনে। ক্ষেপা বলিয়া গেলেন আমি লিখিয়া লইলাম। হ্যাণ্ডবিল খানি লেখা হইলে আমি ক্ষেপাকে ও মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম। যাবার সময় বলিলাম সন্ধ্যায় আসিব, তাহাতে ক্ষেপা ও মা বলিলেন ওরে আসিস্-আসিস্-আসিস্।

সন্ধ্যা সাতটায় একখানি খাতাতে মুক্তির পথে নাম লিখিলাম, শ্রীশ্রীহরিক্ষেপা কথিত লিখিয়া লইয়া চলিলাম ক্ষেপাকে ও মাকে দর্শন করিতে। আমার সঙ্গে উপেন বাবুও রহিয়াছেন। গিয়া দেখিলাম শ্রীযুক্ত অমূল্য রতন দে মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ বৈদ্যনাথ দে বাহিরে ধূনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্বালিয়া দিতেছে—পাকা বৈঠকখানার বাহিরে বারেন্দা, সম্মুখে ধুনি জ্বলিতেছে, ক্ষেপা বসিয়া আছেন ও তাঁহার ডান পার্শ্বে অন্নপূর্ণা রূপে তাঁহার দেবী রহিয়াছেন। শ্রীশ্রীমাকে দেখিয়া মনে হইতেছে তিনি যেন ভয়াতুর সন্তানকে অভয়, ক্ষুধার্থ সন্তানকে অন্ন দিবার জন্য তাঁহার ভাণ্ডার খুলিয়া রাখিয়াছেন, সত্য সত্যই ক্ষেপার মূর্ত্তি ঠিক যেন ধ্যান গম্ভীর মহাদেবের আর মায়ের মূর্ত্তি ঠিক যেন অন্নপূর্ণা।

আমি এবার প্রথমে গিয়া শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিলাম তাহার পর ক্ষেপাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ক্ষেপা আসন পাতিয়া দিতে বলিলেন, মা একখানি চট্ পাতিয়া দিলেন। আমি মায়ের পাতা আসনে বসিব না বলিয়া চট্ খানি একটু সরাইয়া পাতিলাম। আমি ও উপেনবাবু বসিয়া আছি, এমন সময় আমার বিবেক বলিতে লাগিল "ওরে বসে কেন, তুই তোর কর্ম্ম কর না।" আমিও সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপাকে ও মাকে বলিলাম আমার কাজ আছে, আমি একটু ভিতরে যাইব। ক্ষেপা মাকে ভিতর হইতে ধূঁয়া সরাইয়া দিতে বলিলেন,— আমিও ভিতরে গিয়া লিখিতে লাগিলাম। প্রথমেই বলিয়া লইলাম "ঠাকুর আমি কিছুই জানিনা, সারা জীবন উপন্যাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanas

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিখিয়া আসিয়াছি, ধর্ম্মতত্ত্বের আমি কি বুঝিব, তবে যাহা লিখাইবেন তাহাই লিখিব।" কি লিখিলাম জানিনা— আনুমানিক প্রায় পনের মিনিটকাল পরে বাহিরে আসিলাম, দেখিলাম আরও ৬।৭ জন ভক্ত বাহিরে বসিয়া আছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীননীগোপাল সরকার মহাশয়ও রহিয়াছেন। আমি বাহিরে আসিতেই ক্ষেপা আমাকে বলিলেন কি রে? আমি ক্ষেপাকে বলিলাম আমার এই খাতাটীতে আপনার নাম লিখে দিন। ক্ষেপা বলিলেন কি লিখলি আগে শুনি। আমি ভূমিকাটুকু পড়িয়া শুনাইলাম। ননীবাবু ও অপর ভক্তেরা উপদেশ গুলি লিখিয়া লইবার জন্য খুব উৎসাহ দিলেন।

আমি এর পর ক্ষেপাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলাম, আমি জানি এরা কল্পতরু এদের কাছে যা চাইবে তাই পাবে, কিন্তু চাওয়া চাই প্রার্থনা করা চাই, না চাইলে না প্রার্থনা করলে কিছুই পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন :—

আচ্ছা বলুন তো সৎসঙ্গ করবার ইচ্ছা আছে, সাধু হবার ইচ্ছা আছে, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পাপ করি কেন, পাপ পথে চলি কেন?

ক্ষেপা বলিলেন ঘোড়া দশটীকে ভাল করে না বেঁধে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগাম ধরলেই ওই রকম হয়। ওরে আগে ঘোড়াগুলো শক্ত করে বাঁধ, তারপর লাগাম ঠিক করে ধর, সারথী পথ ভাল করে দেখে রথ চালাক, তবেইতো রথের আরোহী জগন্নাথজী ঠিক মত জায়গায় যেতে পারবেন। ওরে আমি দেহ রূপী রথের কথা বল্‌ছি, ঘোড়া দশটী হচ্ছে দশ ইন্দ্রিয়, আগে ইন্দ্রিয় গুলো ঠিক কর্, ইন্দ্রিয় গুলো সংযত ক'রে মনকে ঠিক করে ধরে রাখ, তারপর মনকে চালনা করুক সারথী, সারথী মানে তোর বিবেক। বিবেক পথ দেখাবে, সেই পথে ঠিক করে নিয়ে যাবে মন, আর মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয় গুলো নীরবে কাজ ক'রে যাবে;— তবেই তো ঠিক মত জায়গায় যেতে পারবি। লাগাম (মন) ভাল করে ধরে আছিস্ কিন্তু ঘোড়া গুলোই বেঁধে রাখিস্ নি, তোর সারথী চলবে কি করে বলতে পারিস্।

শ্রীশ্রীমা আমার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে বলিলেন,— ইচ্ছা থাকলেই তো সব হয় না বাবা, ধর আলোটা জ্বালবার ইচ্ছা আমার আছে, কিন্তু আমাকে আলোতে তেল দিতে হবে, পল্‌তে লাগাতে হবে তবেই তো জ্বলবে। ওরে কর্ম্ম করা চাই, কর্ম্ম না কর্‌লে হাজার ইচ্ছা থাকলেও কিছু হয় না বাবা, তবে হ্যাঁ ইচ্ছা যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে তবে আস্তে আস্তে ইচ্ছাতেই কর্ম্ম করিয়ে দেয়, কিন্তু কর্ম্ম করতেই হয়।

প্রশ্ন :—

আচ্ছা ভাল কর্ম্ম করবার পথেও বাধা আসে কেন ?

শ্রীশ্রীমা বলিলেন দেখ বাবা এতো অতি সাধারণ জিনিষ, "আনারস্" এর ভিতরে সুস্বাদু জিনিষ আছে, কিন্তু চারপাশটা কাঁটা দিয়ে ঘেরা, এই সব কাঁটাগুলি কেটে পরিষ্কার করে নিতে হয় তবে গিয়ে সুস্বাদু আনারসের স্বাদ পাওয়া যায়। এই দেখনা নারিকেল এর উপরে ছোবড়া, এই ছোবড়াগুলি ঝাড় তারপর-খোসা, খোসা ভাঙ্গ তবে গিয়ে নারিকেল শাঁস খেতে পাবে। ভাল কাজ করতে যাওয়ার পথেও বহু বাধা আছে বাবা; সে গুলোকে অতিক্রম করে যেতে হবে।

আমার 'প্রশ্ন করার সময় কে যেন আমাকে বলে গেল—ওরে দূরে কেন, কাছে আয়, আরও কাছে আয়; দূরে থাকলে দূরেই থেকে যাবি। ঠিক যেমন ভাবা অমনি আমি বলে বসলাম,— আচ্ছা তুমি মাকে গাল দাও কেন ? আপনি হইতে ক্ষেপা আমার কাছে তুমি হইয়া গেল দূর হইতে আমি ক্ষেপার নিকটে আসিলাম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তরে অন্তরে আত্মীয়তা হইয়া গেল।

ক্ষেপা বলিলেন—ওরে আমি ওর পূজা করি বলেইতো ওকে গাল দি, পূজা না করলে কি গাল দিতে পারি,—আমার ঐ গাল গুলিই যে পূজার মন্ত্র। ছেলের খিদে পেয়েছে, তখন মাকে খেতে চাইছে, মা খেতে দিতে দেরী কর্‌ছে তখন ছেলে কি মাকে গাল দেয় না, ওরে মা দেবতা জেনেও তাকে গাল দেয়, তার কারণ যে তিনি তখন দেবতার পূজার জন্য ওই মন্ত্রই তাঁকে উৎসর্গ করেন।

প্রশ্ন :—

তোমার ওই মন্ত্র হ'তে পারে কিন্তু তার জন্য মায়ের মনে আঘাতও তো লাগতে পারে?

শ্রীশ্রীমা হাসিয়া বলিলেন দূর বোকা আঘাত লাগবে কিরে! — নদীতে নৌকা বয়ে যাচ্ছে নৌকায় কত রকম যাত্রী মাঝি তার যাত্রীদের পার করে নিয়ে যাবে; নদীতে যদি ঢেও ওঠে তাহলে মাঝি নদীকে কত গালাগালি করে, নদীকে গালও দেয় আবার নদীর পূজাও করে, নদীর তাতে কি আসে যায়? ওরে আমি সেই নদী, গাল আমার মনে কোন দাগ দিতে পারে না, নদীর বুকে কতলোক কত অশ্লীল গান গেয়ে যায় নদী কি সে সব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনে, সে আপনার কাজ ঠিক করে যায়। আমিও ক্ষেপার গাল শুনি না।

প্রশ্ন :—

শ্রীশ্রীমাকে বলিলাম তুমি যদি নদী হলে, মাঝি কে ? আর যাত্রী কে ?

মা হেঁসে বল্লেন—মাঝি তোদের ওই ক্ষেপা, আর যাত্রী তোরা, নৌকা হচ্ছে গিয়ে কর্ম্ম, কর্ম্মের মাঝ-খানে বসে থাকবি তোরা।

প্রশ্ন :—

তাহ'লে নদীর বুকেই আমাদের পর-পারের পথ।

ক্ষেপা এর উত্তর দিল, ওরে আজ জীব যে প্রকৃতির গ্রাসে, আজ জীব প্রকৃতির পূজা করতে ভুলে গেছে, আজ প্রকৃতিকে জীব করেছে ভোগের সামগ্রী, তাইতো জীবের এই দুর্দ্দশা। প্রকৃতিকে ভোগ না করে তাকে পূজা কর, আর আরাধনা কর, তাকে চিনতে শেখ, তবেইতো তোর মুক্তি হবে। ওরে প্রকৃতির স্বরূপ যে জেনেছে ব্রহ্মকেও সে জেনেছে, প্রকৃতি করছে সৃষ্টি—প্রকৃতি করছে পালন, আবার প্রকৃতিই করছে গ্রাস। ওরে প্রকৃতিই সৃষ্টি স্থিতি লয়— প্রকৃতিই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। প্রকৃতির শক্তি সব চেয়ে বড় শক্তি বাবা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকেও প্রকৃতির আরাধনা করতে হয়েছিল। ডাক বাবা তোরা প্রকৃতিকে ডাক্, তার আরাধনা কর, তার পূজা কর, মুক্তি পাবি-শান্তি পাবি, ওরে সব পাবি।

আমি আর গ্রহণ করিতে পারিব না,— বলিয়া প্রশ্ন করিলাম না। মায়ের অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি ভুলিতে পারি নাই, তাই অন্নপূর্ণার দোর হইতে অন্ন না লইয়া ফিরিয়া যাইব, তাহা কিছুতেই হইবে না। আমি মাকে বলিলাম মা আমার খিদা পাইয়াছে আমাকে খাইতে দাও। করুণাময়ী মা আমার বুঝিলেন আমার প্রাণের কথা—তাই নিখুঁতি আনাইয়া সমস্ত সন্তানদের বিলাইলেন, আমিও প্রসাদ লইয়া সে দিনের মত অমূল্যবাবুর বাড়ী হইতে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম।

—(০)—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(দুই)

ক্ষেপার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে প্রেসে এলাম প্রাণে আনন্দের ঢেউ বইছে, স্পন্দনের পর স্পন্দন এসে সমস্ত শরীরকে আনন্দরসে প্লাবিত করে তুলছে, ছন্দে ছন্দে হৃদয় নেচে চলেছে, কোন অজানা অচেনা শক্তি আমার ভিতরে খেলা করে চলেছে তার অনুভূতি পাচ্ছি। আপনা আপনি আঁখিয়া বন্ধ হয়ে আসছে, আর নয়ন সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে ক্ষেপার ও মায়ের সেই সৌম্য শান্ত অপরূপ মূর্ত্তি। কেন যে তা বুঝতে পারছি না।

রাত্রে কোন কারণে বিপদের সম্ভাবনা ছিল, কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে ক্ষেপাকে ডাকতে থাকি, যে বিপদের সম্ভাবনা ছিল তা দূর হ'য়ে গেল। রাত্রি প্রায় একটার সময় খাতাখানি মাথার কাছে রেখে শুয়ে পড়ি।

—০—

সকাল হইতেই ক্ষেপাকে দেখিবার জন্য মন চঞ্চল, কি জানি আমাকে রাত্রের বিপদ হইতে রক্ষা করবার জন্য ক্ষেপাকে কত কষ্ট করিতে হইয়াছে ক্ষেপা আমাকে দেখিয়া কি বলিবেন, নানারূপ সন্দেহ করিতে করিতে খুব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকালেই মাষ্টার মহাশয়ের দোকানে গেলাম। মাষ্টারের দোকানে গিয়া দেখি ক্ষেপা আমার আগেই আসিয়াছেন, ক্ষেপাকে প্রণাম করিলাম, আজ ক্ষেপা আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ক্ষেপার চা খাওয়া হইয়া গেলে ক্ষেপা নাথুকে গাঁজা খাওয়াইতে গেলেন। নাথুকে গাঁজা খাওয়াইতে প্রায় দুই ঘণ্টা লাগিল।

নাথুকে আমরা সকলে পাগল বলিয়া জানি, কিন্তু তার পাগলামী একটু বিশেষ ধরণের, কাওকে গালাগালি করে না, কখনও কাওকে মারামারি করে না; কেও পয়সা দিলে নেয় না, আবার খাবার দিলেও খায় না, কারও সঙ্গে কথা বলে না; কিন্তু ক্ষেপা হুঁতে বল্লেই বসে, খেতে বল্লেই খায়—আর কেও যখন কাছে থাকেনা তখন দুজনে গল্প করেন। ক্ষেপার কাছ থেকে শুনা নাথু একজন মস্ত বড় সাধক ওর নির্ব্বাণ অবস্থা লাভ করেছে,— বিষ্টা চন্দন ওর সম জ্ঞান!

ক্ষেপাকে একটা রিক্সায় চাপিয়ে নিয়ে বাড়ী গেলাম। তখন বেলা প্রায় আটটা হবে। প্রেসে গিয়ে হ্যাণ্ডবিল-খানির প্রুফ দেখিলাম। ক্ষেপাকে একটু জল খাইতে অনুরোধ করিলাম, ক্ষেপা আমার অনুরোধ রক্ষা করিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু ছানার মিষ্টি আনাইয়া ক্ষেপাকে প্রসাদ করিতে দিলাম, ক্ষেপার প্রসাদ হইলে পর একটী কর্ম্মচারীকে দিয়া রিক্সা ডাকাইয়া আমি ও ক্ষেপা অমুল্যবাবুর বাড়ীতে আসিলাম। ক্ষেপা আমাকে সেইখানেই খাইবার জন্য বলিয়াছিলেন।

আনুমানিক প্রায় বেলা ১২টার সময় আমি ও ক্ষেপা অমুল্যবাবুর বাড়ীতে আসিলাম। শ্রীশ্রীমায়ের রান্না হইতে একটু দেরী ছিল, আধ ঘণ্টার মধ্যেই রান্না শেষ হইয়া গেল। আমি ও ক্ষেপা খাইতে বসিয়াছি এমন সময় একজন জ্যোতিষী আসিয়া ক্ষেপাকে প্রণাম করিয়া বলিল বাবা আমি বহুদূর হইতে আসিয়াছি শ্মশানের একজন সাধুবাবার কাছ হইতে আমি একটী জিনিষের সন্ধান পাইয়াছি, তাহার জন্যই আমি আপনার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছি। আপনি যদি তাহা দেন তাহা হইলে আমার মান সম্মান থাকে, আমি কি জিনিষ চাইতেছি তাহা হয়তো আপনি বুঝিয়াছেন, আমি আপনাকে সাধ্য মত দক্ষিণা দিব—জিনিষটী আমাকে দয়া করিয়া দিতেই হইবে। ক্ষেপা দক্ষিণার কথা শুনিয়াই তাহাকে গালা-গালি দিতে লাগিলেন— বলিলেন শালা তুই আমাকে টাকার লোভ দেখাতে এসেছিস্ শালা, বেরো শালা তোর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুষ্টির তিন খেদি। আমি তো অবাক ক্ষেপা যেরূপ রাগিয়া উঠিয়াছে তাহাতে তাঁহাকে শান্ত না করিলেই নয়। আমি ক্ষেপাকে বলিলাম, উনি কি জিনিষ চাইতেছেন যদি দিবার হয় দাও, আর যদি না দিবার হয় দিও না, এতে গালাগালির কি আছে? ক্ষেপা আমার কথায় খানিক শান্ত হইয়া বলিলেন,— শালাকে গাল দিব না তো কি শালাকে শিবা শিং দিব। শালা দুনিয়ার যত লোক ঠকাবে অন্যায় করবে শালার শক্র থাকবে না তো কি আমার থাকবে। শালার বাড় দেখনা শালা টাকার লোভ দেখিয়ে ভিখারীকে পথ ভ্রষ্ট করতে চায়, শালা এক নম্বর চামার। আমি জানি ক্ষেপাকে কি করিয়া সামলাইতে হয়, তাই চট্ করিয়া প্রশ্ন করিয়া দিলাম।

প্রশ্ন :—

আচ্ছা বলুনতো, পরমাত্মা সব সময় আত্মাকে আকর্ষণ করছে কিনা? যদি পরমাত্মা আকর্ষণ করছে, তবে সহজ ভাবে আত্মা ও পরমাত্মার মিলন হচ্ছে না কেন?

ক্ষেপার ভাব বদলাইয়া গেল ক্ষেপা উত্তর দিলেন "ওরে পরমাত্মা প্রতি মুহূর্ত্ত আত্মাকে আকর্ষণ করছে, আত্মা সেই আকর্ষণে সাড়াও দিচ্ছে, পরমাত্মার ডাকও শুন্‌তে পাচ্ছে ঐ মনে মনে বুঝে দেখনা, যখন তোর শান্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে থাকে, যখন তোর মনে মলিনতা না থাকে; তখন ভগবানের দিকে তোর মন যায় কি না, ওরে তখন তোর মনে সৎ চিন্তা আর সৎ কর্ম্ম থাকে, তোর আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের জন্য যাত্রা করে, কিন্তু যাত্রা পথে এসে বাধা দেয় মায়া; মায়া তোকে কিছুতেই ছাড়তে চায়না। সেই পরমাত্মার সঙ্গে মিলতে বেরিয়েছিস্ অমনি দোরে দেখতে পেলি মায়াকে, মায়া তোকে ভুলিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে গেল, কি দিয়ে ভুলালো জানিস্ কু-কর্ম্ম আর কু-চিন্তা দিয়ে, হয়তো তোর সামনে ধরে দিল পর্য্যাপ্ত পুষ্প স্তবকবনম্রা যৌবন সম্পন্ন কোন মেয়ে— বেশ বেটা গেলিস্ সেই দেখে মজে, হয়তো জাগিয়ে দিল তোর মনে অর্থের লোভ করলিস্ বেটা কুকর্ম্ম, তোর আত্মাকে পরমাত্মা আকর্ষণ করা সত্ত্বেও তুই যেতে পারলিস্ না।

ওরে আত্মা আর পরমাত্মার সম্বন্ধ হ'ল প্রিয়া আর প্রিয়র সম্বন্ধ, এদের যাত্রা হ'ল অভিসারের যাত্রা, জানিস্তো রাধাকে অভিসারে যেতে হ'ত কত কষ্ট স্বীকার করে,— দুর্য্যোগ রাত্রি ঝড় জল অন্ধকার অজানা অচেনা কুঞ্জের পথ, তবু রাধা যাবে, মিলবে তাঁর কৃষ্ণের সঙ্গে, ভয় ডর ত্যাগ করে অসীম কষ্ট স্বীকার করে রাধা বেরিয়ে পড়ল অভিসারে, কুঞ্জের কাটায় তার চরণ হল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষত বিক্ষত; ঝোপে লেগে তার আঁচল হ'ল ছিন্ন ভিন্ন, পিছল দুর্গম পথে ক্ষত বিক্ষত দেহে রাধা ছুটে চল্লো— ক্লান্ত শান্ত দেহ ছুটতে ছুটতে হ'ল কৃষ্ণের সঙ্গে তার মিলন। কৃষ্ণ করলো আকর্ষণ আর সেই আকর্ষণে দেহ মন প্রাণ দিয়ে রাধা দিল সাড়া,— তবেই না হল তাদের মিলন তেমনি দেহ মন প্রাণ দিয়ে তার সঙ্গে মিলনের জন্য যাত্রা করলেতো আত্মা আর পরমাত্মার মিলন হবে।

প্রশ্ন :—

আচ্ছা ভগবানের সঙ্গে মিলতে গেলেও তাকে ডাকলেও, সাধু হলেও লোকে অপমান অপবাদ লাঞ্ছনা দেয় কেন কুৎসা রটায় কেন?

শ্রীশ্রীমা বলিলেন, ওরে বেটা তুইতো লেখক ভোর তো খুব ভাব তবে এটা ধরতে পারছিস্ না কেন! এই কথাটা বুঝবার জন্যেই তো রাধা কৃষ্ণের লীলা। শ্রীকৃষ্ণ লীলা করে কি জানিয়ে গেলেন, শ্রীরাধাকে দিয়ে তিনি দেখিয়ে গেলেন যে কুল শীল লাজ লজা সরম ভরম সব জলাঞ্জলি দিয়ে অপমান অপবাদ ও লাঞ্ছনার পশরা মাথায় নিয়ে আমাকে সব সমর্পণ করে, আমার জন্য সব অবস্থাকে বরণ করে নিয়ে যদি আমাকে ডাক, যদি একমাত্র আমার উপর নির্ভর কর, তবেই আমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাবে। ওরে লাঞ্ছনা অপমান অপবাদ যতই আসুক, সেগুলিকে তাঁরই দেওয়া দান মনে করে তাঁকে ডাক, তবেই তো তাঁকে পাবি।

প্রশ্ন :—

আচ্ছা সবইতো ভগবান করাচ্ছে আমরা বলি তা হ'লে পাপও ভগবান করাচ্ছে।

ক্ষেপা বলিলেন,— আত্মা অর্থাৎ মন যেটা করে সেইটা ভগবানের প্রেরণা, কিন্তু মনের সঙ্গে দেহ যদি যোগ দেয়, তাহলে সেইটা তুমি করছ, অর্থাৎ দেহ ও মন সংযুক্ত হলেই আমিত্ব জাগে, আর আমিত্বই আমি তখন ভগবানের করা বলা চলেনা। আকাঙ্খা রহিত কর্ম্মই ভগবৎ প্রেরণাকৃত কর্ম্ম, যেমন তিনি করাচ্ছেন তুমি করে যাচ্ছো, ফলাফলে তোমার প্রয়োজন নাই।

কষ্টি পাথর দিয়ে সোনা যেমন পরখ করে নিতে হয় খাঁটি কিনা, তেমনি মনকেও কষ্টি পাথর দিয়ে পরখ করে নিতে হয়, এটা তাঁর প্রেরণা কিনা। ওরে মনে তো নানারকম ঢেউ দিবে,— কিন্তু সেই মনের ঢেউ মতেই মিটিয়া দিবি। যেমন ধরনা— লেড্ পেন্‌সিলে আঁচড় কাটাল— সেই আঁচড় মেটাবার জন্য রবারের প্রয়োজন,— সেই রকম ঢেউকেও বিবেকের পরশ দিয়ে পরখ করে নিতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন অসৎ কর্ম্ম করতে গেলে বিবেক এসে তোমাকে সাবধান করে দিয়ে যায়, বিবেককে বাদ দিয়েও তুমি কর্ম্ম কর আর যদি বল ভগবান করাচ্ছে সেটা কি উচিৎ বাবা।

প্রশ্ন :—

আচ্ছা সকলেই তো ভগবানের সন্তান সব সন্তানের উপরেইতো তাঁর সমান স্নেহ, যদি সকলের উপরেই তাঁর সমান স্নেহ থাকে তাহ'লে কেও ধনী কেও গরীব কেও কাণা কেও খোঁড়া হয় কেন ?

শ্রীশ্রীমা বলিলেন যে কর্ম্মফল। আচ্ছা তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন :— তোরা পাঁচজন বন্ধু বেড়াতে গেছিস্, বাতাস তোদের কাছে সমান ভাবে বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তোকে শীত বেশী লাগছে আর এক জনকে কম লাগছে এর কারণ কি ? ওরে যার যতটুকু গ্রহণ করবার ক্ষমতা, ভগবানের স্নেহ ভালবাসা সমান ভাবেই প্রত্যেকের উপর আছে, যার যতটুকু গ্রহণ করবার ক্ষমতা সে ততটুকু গ্রহণ করতে পারছে। কর্ম্মফল থেকে গ্রহণ শক্তি হয়, তুই তিন দিন শুয়ে কাটিয়েছিস্ চারদিনের দিন চলতে গেলেই তোর কষ্ট হবে কর্ম্মফল তোকে ভোগ করতেই হবে। ভাল কর্ম্মকর ভালকরে বেশী-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে ভগবানের স্নেহ ভালবাসা গ্রহণ করবার ক্ষমতা হবে। মন্দ কর্ম্ম কর পরজন্মেও তার ফল ভোগ করতে হবে।

আলোচনা প্রসঙ্গ ছেড়ে উঠতেও মন করছিল না, কিন্তু পরের দিন পত্রিকা বাহির হইবে প্রেসে খুবই কাজ তাই মন উঠতে না চাইলেও একরকম জোর করে ক্ষেপাকে ও মাকে প্রণাম করে উঠে পড়লাম।

সন্ধ্যা সাতটার সময় আবার ক্ষেপার কাছে আসিলাম। বাহিরে ধুনী জ্বালিবার আয়োজন হইতেছে ধুনী জ্বালা হইলে পর বাহিরে আসন পাতা হইল। আমরা কয়েক-জন ভক্ত বসিয়া পড়িলাম। আলোচনা প্রসঙ্গ আমিই তুলিব বলিয়া সকলেই আমার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। আমি ক্ষেপাকে প্রশ্ন করিলাম—।

প্রশ্ন :—

তত্ত্ব কি? তত্ত্বজ্ঞানী কাহাকে বলে?

ক্ষেপা বলিলেন— আত্মা উপলব্ধিই তত্ত্ব। যে ব্রহ্মকে চিন্‌তে পারে সেই আত্মার উপলব্ধি করতে পারে। আত্মার উপলব্ধি করিয়া আত্মা কি, আত্মা করে কি, আত্মা'র স্বরূপ ক, আত্মা করে কি যে জানতে পারে সেই তত্ত্বজ্ঞানী। ওরে সব অনুভূতির জিনিষ; অনুভব করতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারা যায়, অনুভবের সমস্ত প্রকাশ করতে পারা যায় না।

প্রশ্ন :—

আচ্ছা বলুনতো সকলকে ভালবাসতে পারা যায় কি করে ? তুমি আমার ক্ষতি করছ, তুমি আমার শত্রু জেনেও আমি তোমাকে ভালবাসবো কি করে ?

ক্ষেপা বলিলেন আগে নিজেকে ভালবাসতে শেখ, তবেতো তুই অপরকে ভালবাসতে পারবি, ওরে আগে তুই তোকে ভালবাস, তোর আত্মাকে ভালবাস তারপর তুই দেখতো, তখন কি দেখতে পাবি জানিস্, তখন তুই দেখবি "যত্র জীব তত্র শিব" তখন তোর ভিতরের শিবকে তোর ভিতরে দেখতে পাবি। ভগবানের অংশ তোর ভিতরেও আছে, আমার ভিতরেও আছে, আবার কুকুরের ভিতরেও আছে, হিংস্র বাঘের ভিতরেও আছে, ওরে আমি তুই কুকুর বাঘ সেই এক ব্রহ্মেরই অংশ, যখন আমার অংশ তুই, তোর অংশ আমি আবার কুকুর বাঘও আমার তোর অংশ তখন আমাদের প্রভেদ কোথায়, প্রভেদ যখন নাই তখন তোর ক্ষতি আমি করছি না ভেবে তোর ক্ষতি তুই করছিস্ ভাব। এক কথায় সর্ব্বত্র তাকে চিন্ত কর, আমার মাঝেও তাকে দেখ, তোর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শত্রুর মাঝেও তাকে দেখ, আবার তোর মাঝেও তাকে দেখ যখন এ রকম দেখতে পারবি, তখন দেখবি তুই বিশ্বের বিশ্বও তোর, আপন পর বলিতে কেও কোথাও নেই।

প্রশ্ন :—

গুরু কে ?

অজ্ঞানতা যিনি দূর করেন—তিনিই গুরু। জ্ঞানের বিকাশ করাই তাঁর কর্ম্ম। ওরে যদি সদ্‌গুরু পাওয়া যায় তাহ'লে তো আর কোন কথাই নেই। সদ্‌গুরু যখন দীক্ষা দেন তখন শিষ্যের অন্তরের সমস্ত মলিনতা দূর করে দিয়ে শিষ্যের অন্তরকে নির্ম্মল করে দেন। শিষ্যের সমস্ত পাপ তিনি গ্রহণ করে নেন্। নূতন করে তাঁর জীবন দান করেন। দীক্ষা কালে গুরু শিষ্যের অন্তরে শক্তির প্রদীপ জ্বেলে দেন, সেই শক্তিই তাকে সাধন পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। বর্ত্তমান যুগে বাবা কাণ ফোকা গুরু বেশী পাবি, মন ফোকা গুরু পাবি না, ওরে কাণে মন্ত্র তুই দিবি। কালী নাম, বিষ্ণু নাম, শিব নাম ইত্যাদি, কিন্তু নামেই যে ব্রহ্ম শিষ্যকে তো তুই ব্রহ্মের উপলব্ধি করিয়ে দিতে পারবি না, ব্রহ্মের উপলব্ধি যে পর্য্যন্ত না করিয়ে দিতে পারবি শিষ্য সে পর্য্যন্ত কি করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানবে যে নাম ব্রহ্ম। ব্রহ্ম থাকে কোথায়, লক্ষ্য কোথায় রাখবে, ব্রহ্মের স্বরূপ কি, ব্রহ্মের সঙ্গে কার সম্বন্ধ, গুরুই যদি না জানে তবে শিষ্য জানবে কি করে। ওরে ভোগী গুরুর কাছে যা ভোগ শিখবি, যোগী গুরুর কাছে যা যোগ শিখবি তাঁকে যোগে পাবি, ভোগে পাবিনা বাবা।

প্রশ্ন :—

আচ্ছা বর্ত্তমান যুগে জীবের এত দুর্দ্দশা কেন ?

বর্ত্তমানে বাবা জীবের ভিতর অনাচারে পূর্ণ, অনাচার দূর না করে দিলে জীবের সদ্‌গতি হতে পারে না, সত্যের প্রকাশ হ'তে পারে না। এই দেখনা তোর ঠাকুর মায়ের সময় কি দিন ছিল, কিন্তু এখন নেই কেন, এখন মেয়েদের অনাচার পুরুষদের অনাচারে চোখ মেলা দায়, সেই জন্যইতো জীবের এই অবস্থা। এখন দেখতে পাচ্ছিস্ কারো ঘরে শাক বাজে না সন্ধ্যা বেলায় তুলসী তলায় প্রদীপ দেয়, দেয় না কেন—পুরুষ আর প্রকৃতির মনে অনাচারে ভর্ত্তি। পুরুষ সারাদিন কর্ম্ম করছে পয়সা এনে দিচ্ছে স্ত্রীকে, স্ত্রী ঘরের লক্ষ্মী কিন্তু বাবা কই তাঁরা তো লক্ষ্মী শক্তি জাগাতে পারেন না। কারণ ভগবানের নাম নেন না, অতিথি সৎকার করেন না, দীন দুঃখীর সেবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন না, গুরুজনদের পূজা করেন না, প্রদীপ দেন না, সন্ধ্যা ছয়টা বাজলো না আমোদ আহ্লাদে মেতে উঠলো, ভোগের মাঝে নিজেদের বিসর্জ্জন দিল, ঘরেই লক্ষ্মীই যদি অলক্ষ্মী হয় তবে কষ্ট হবেনা কেন। আজ দেখনা বাপ বেটাতে ঝগড়া স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া, ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া, জীবের মন থেকে ভাব উড়ে গেছে, ভাব না থাকলে তো ভক্তি আসে না বাবা, আর ভক্তি না থাকলে তো তাঁর করুণা পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন :—

বর্ত্তমান যুগে বিধবার সংখ্যা বেশী কেন ?

দেখ ব্রহ্মের স্খলিত হওয়ার দরুণ অকালে মৃত্যু। ব্রহ্মের অনুভব পিতামাতাতে শেখাবে কিম্বা আশ্রমে শেখাবে। পিতামাতাতো ভোগে লিপ্ত বাবা, আশ্রম গুলিও ভোগে লিপ্ত আগেকার যুগে ছিল ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম; গৃহস্থ আশ্রম, সন্ন্যাস আশ্রম আর বানপ্রস্থ আশ্রম। আমরা ব্রহ্মের সন্ধান আশ্রমগুলিতে ও মা বাবার কাছ থেকে পেতাম,—আজ সকলেই ভোগে লিপ্ত, তাহলে ছেলেদের ব্রহ্মের উপলব্ধি কে দেখাবে। কে শিখিয়ে দিবে ব্রহ্ম জিনিষ কি ? ব্রহ্ম ধারণ করলে কি হয়, ব্রহ্ম স্খলিত হলে কি হয়। এখনতো যাদের ১৪ বছরেই ব্রহ্মের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎপত্তি হয়। যখনই ব্রহ্মের উৎপত্তি হল তখনই তার অন্তরে কাম জাগলো, কাম জাগবার সঙ্গে সঙ্গে কুপ্রবৃত্তি ক্রোধ লোভ মোহ তাকে ঘিরে ধরল,— ওই ১৪ বছর থেকেই তার ব্রহ্মের ক্ষয় হতে লাগলো— ক্ষয় হতে হতে যখন তুই তোর ছেলের বয়ে দিলি রূপ রসে যখন তোর ছেলে মেতে উঠল তখন ব্রহ্ম জল হয়ে গেল। ব্রহ্ম জল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে রোগ শোকে পীড়ন করতে লাগলো;—তারপর হ'ল তার অকাল মৃত্যু।

প্রশ্ন :—

আচ্ছা আশ্রমের যদি এত প্রয়োজনীয়তা তাহ'লে আপনি আশ্রম করছেন না কেন ?

মন আশ্রমেই তো ভাল বাবা, ওরে আশ্রম করলেই তো হয় না— আশ্রমের নীতি আছে সে নীতিতো পালন করা চায়। আশ্রম বলতে তো আমি দুটী জানি, একটী গৃহস্থ আর একটী যোগের আশ্রম। ওরে আশ্রম করলেই হয় না, আগে সেবক তৈরী করতে হয়। যে আশ্রমের নীতি রীতিকে বাজায় রাখতে পারে। ওরে সংসার ছেড়ে এসেছি যখন তখন আর সংসারের মাঝে অর্থাৎ মায়া মোহের মাঝে পড়বো কেন ? আজকালকার আশ্রম গুলিতো সংসারের চেয়েও বেশী, লোভ মোহ যত আছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজকাল সব আশ্রম গুলিতেই দেখতে পাবি। আজকাল আশ্রম মানেই পাকা বিল্ডিং, শিষ্যের মাসিক চাঁদার তালিকা, যত পূজার ধূম করবি তত সুন্দরী যুবতীর আবির্ভাব হবে দুই চারি টাকা করে পার্ব্বণি পাবি, জমিদারী সেরেস্তা হয়ে উঠবে। ওরে বাবা আজকাল আশ্রম গুলিতে সে আদর্শ নাই যে শিষ্য যত টাকা চাঁদা দিবে সে শিষ্যের তত সম্মান বাড়বে, মানুষ শান্তি পাবার জন্য আশ্রমে আসবে কিন্তু দেখবে এখানে সংসারের চেয়েও বেশী অশান্তি। ওরে বাবা কেবল একটা ঘর বানিয়ে আশ্রম নাম দিলেইতো হবেনা, আশ্রমের আদর্শ রক্ষা করা চাই। পাছে আশ্রমের আদর্শ রাখতে না পারি সেই জন্যই আশ্রম করতে চাই না, ওরে যে সন্ন্যাসী-সর্ব্বঘরেই যার ঘর তার আবার আশ্রমের প্রয়োজন কি? মন আশ্রম বানা ঘর আশ্রম বানাস্ না। আশ্রমের নীতি আছে আর নীতির ভিতরে থাকলেই আশ্রম সত্যিকারের আশ্রমে পরিণত হল। আশ্রমে চাই শ্রদ্ধা ভক্তি সেবা, দ্বিতীয় হচ্ছে ধর্ম্মের চর্চ্চা, ব্রহ্মের চর্চ্চা, মনের চর্চ্চা, লক্ষ্যের চর্চ্চা, আসনের চর্চ্চা, অতিথি সেবা, অতিথি সৎকার, অতিথির উপর শ্রদ্ধা ভক্তি, কিন্তু কই বাবা আজকাল আশ্রম গুলিতে তো দেখতে পাচ্ছিনা— আজকাল শ্রদ্ধার উপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মের উপর গ্লানি হচ্ছে, আশ্রমবাসীরা পরনিন্দা পরচর্চ্চায় দিন কাটাচ্ছে পূজাপাঠ সমস্ত লোক দেখানি। ওরে পূজা পাঠ করলেও তো হয় না; তার সঙ্গে শ্রদ্ধা ভক্তি রাখা চাই।

প্রতি আশ্রমকে, প্রতি ভক্তকে প্রতি যোগীকে, প্রতি সন্ন্যাসীকে উঠে দাঁড়িয়ে অনাচার দূর করতে হবে। সাধু সমাজ যদি জীবের যদি জীবের অনাচার দূর করে না দেন, তাহলে জীব মুক্তি পাবে কি করে। সাধু সমাজ জাগুক, আশ্রম জাগুক অনাচার দূর করুক তবেইতো জীবের কল্যাণ হবে। আশ্রমের আদর্শ বজায় রাখুক তবেইতো আশ্রম সত্যিকারের আশ্রমে পরিণত হ'বে।

প্রশ্ন :—

আচ্ছা সুর ব্রহ্ম হ'ল কি করে।

ওরে নাম ব্রহ্ম, নাম ও সুর এক সঙ্গে আপনা আপনি আসবে তাই থেকেই তো ব্রহ্ম জাগবে তাই নামও ব্রহ্ম সুরও ব্রহ্ম ?

প্রশ্ন :—

স্ত্রী পুত্র ছেলেমেয়ে এবং সাংসারিক কর্ম্মের মাঝে থেকেও ভগবানকে লাভ করতে পারা যায় কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উনি তো সংসারের ভিতরেই থাকেন বাবা ওরে সংসার ধর্ম্ম খুব বড় ধর্ম্ম সংসার থেকে সর্ব্ব জীবে দয়া রাখ, শ্রদ্ধা ভক্তি ত্যাগ নিয়ে সাধু ও অতিথি সেবাতে বিভোর হয়ে থাক। ছেলে মেয়েদের গোপাল ভেবে তাদের সেবাতে বিভোর হ', স্ত্রীকে লক্ষ্মী ভেবে তারও সেবা কর, প্রত্যেকটীকে তিনিই রূপ নিয়ে তোমার ঘরে এসেছেন ভাবতে থাক, তার প্রেরণাতে তুমি সমস্ত কর্ম্ম করছো মনে কর, এবং নিজের যেটুকু সেই টুকুতেই সন্তুষ্ট থেকে পরোপকার ও সেবা করে যাও, এর চেয়ে কি বড় আছে বাবা। ছেলে মেয়েদেরও ভক্তি শেখা, নিজে পার হবার জন্য তুই ভক্তি করছিস্—ছেলে মেয়েদের শেখাবিনা। কেন বলছি জানিস্ ছেলে মেয়েদের ভক্তি না শেখালে বড় হয়ে ডাং মারবে। চাষারা জমিতে চাষ করে জমির যদি যত্ন না করে, জমির নীচে যদি খড়কুটা থাকে তাহলে জমিও খারাপ হয় চাষও হয় না; সেইজন্য প্রত্যেক বাপ মাকে ছেলের দিকে নজর দেওয়া কর্ত্তব্য। তারপর সৎসঙ্গ, সৎসঙ্গ হচ্ছে গঙ্গাজল সৎসঙ্গ করতে গেলেই মনের ময়লা কেটে যায়, সৎসঙ্গের মধ্যেও তাৎপর্য্য আছে বাবা, তার কারণ দেখবি এখনকার সাধুরা বেশী কবচ খিঞ্চী করে তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র আজকাল বেশী, ওরে তন্ত্রে মন্ত্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanas

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যন্ত্রে উনি থাকেন না বাবা, যেখানে ভগবানের গুণগান হয়, ভগবানের নাম হয়, ব্রহ্মের ব্যাখ্যান হয় সেইখানেই উনি থাকেন আর সেই হচ্ছে প্রকৃত সৎসঙ্গ।

প্রশ্ন :—গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ কি ?

দেখ বাবা গুরু জপবে শিষ্যকে শিষ্য জপবে গুরুকে তা না হ'লে গুরুরও মুক্তি নেই শিষ্যেরও মুক্তি নেই। এখনকার গুরুর কর্ম্মগুলো দেখ, গুরু গেলেন শিষ্যের ঘরে কেবল ভাবতে লাগলেন কখন চারটী খেয়ে পার্ব্বনীটী আদায় করে অন্য শিষ্যের ঘরে যেতে পারবো,— শিষ্যও ভাবলেন গুরুদেব ঘরে এসেছেন চারটী খেলেই, বিদায় হলেই রেহায় পাই। গুরুর এদিকে ঘরের টান আর একদিকে টাকার টান। এ করলে তো চলেনা বাবা।

প্রতি শিষ্যকে চিন্তা করা চাই—গুরু স্বয়ং ভগবান, তার আবির্ভাব আমার ঘরে হয়েছে, আনন্দে অশ্রু পড়বে, শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে গুরুর সেবাতে বিভোর হয়ে থাকবে, মনে মনে জপতে থাকবে হে প্রভু দয়া করে তুমি আজ দীনহীন কাঙ্গালের ঘরে এসেছ, আমি ধন্য হলাম প্রভু। তারপর গুরুদেবের কাছে জিজ্ঞাসা করতে হয় প্রভু তুমি কল্যাণময়, তুমি পরম ব্রহ্ম তুমি আমাকে কিছু উপদেশ দাও যাতে আমি পরপারের কর্ম্ম করতে পারি। আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তো কিছু নাই প্রভু তুমি কৃপা না করলে আমি কি করে পরপারে পার হ'তে পারবো।

প্রত্যেক গুরুকেও সেইরূপ শিষ্যকে দেখলেই যেন আনন্দে বিভোর হয়ে যায়, আমার শিষ্য কতখানি কর্ম্মের মাঝখানে গিয়াছে দেখতে হয়, আর তত্ত্ব ধর্ম্ম উপদেশ দিতে হয়। এই দেখনা তোরাতো ছোটতে স্কুলে পড়েছিস্ বাবা, তোদের মাষ্টার তোদিকে পড়া বলে দিয়েছিল তোর পড়া করে নিয়ে স্কুলে গেছিস্— তোরা আদর পেয়েছিস্— পড়া করে নিয়ে যাস্‌নি শাসন করেছেন, তেমনি গুরুকেও পরীক্ষা করে দেখতে হয়, আমার শিষ্য কতখানি কর্ম্মের মাঝখানে এগিয়েছে দেখতে হয়, আর তত্ত্ব ধর্ম্ম উপদেশ দিতে হয় যদি কর্ম্মের মাঝখানে না এগিয়ে থাকে তাহলে শাসন করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। গুরু শিষ্যকে না জপলে—শিষ্য গুরুকে না জপলে কারও মুক্তি নেই।

প্রশ্ন :—

জীব ও শিবের প্রভেদ কি? জীব কাকে বলে আর শিব কাকে বলে?

দেখ বাবা জীব থেকে শিব হয়, শিব থেকে জীব হয় না। জীব বাহিরের কর্ম্ম করে, বাহিরের কর্ম্ম শেষ হলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে যখন ভিতরের কর্ম্ম করে তখনই শিব জাগে ও শিব প্রাপ্তি হয়। লোকে বলেনা শুনছিস্ বাহিরে জীব ভিতরে শিব জীবের মন্ত্র শিবের তত্ত্ব। তত্ত্ব ছাড়া শিব হয়না মন্ত্র ছাড়া জীব হয়না। শিব সদানন্দ, জীব নিরানন্দ, জীবের রোগ আছে শিবের রোগ নাই, জীবের পতন আছে, শিবের পতন নাই, জীব নিজের জন্য কাঁদে, শিব জীবের জন্য কাঁদে।

প্রশ্ন :—

আপনি শাস্ত্র পড়েন না কেন ?

আমি যে মুর্খ বাবা, যারা মন শাস্ত্র ধরেছে তারা কেন বাহিরের শাস্ত্র ধরতে যাবে বাবা; দেখ তাঁকে মনে পাবি, তাঁকেতো বইএ পাবিনা, কেও রেডিও শিক্ষার বই পড়ে, ডাক্তারি বই পড়ে কিন্তু কর্ম্ম না করলে কি শিখতে পারে। ওরে কর্ম্ম করা চাই। আর দেখনা মন দেখে তারা বই দেখে না, আর যারা বই দেখে তারা মন দেখেনা। তুই বাহিরকার সব কর্ম্মও তো মনকে নিয়ে করছিস্, মনকে না দিয়ে বাহিরকার কর্ম্মও কি করতে পারিস্, সেইরকম বাবা ভিতরকার কর্ম্মও মনকে দিয়ে করতে হয় তবে তো তাকে ধরতে পারবি; সেই জন্য বাবা শাস্ত্র কাস্ত্র ভাল লাগেনা। ওরে গুরু ছাড়া কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্ম হয় না,— এই দেখনা ডাক্তারীতে তুই কেবল বইই পড়েছিস্ বই পড়ে তুই ডাক্তারী করতে গেলি, প্রফেসার যদি তোকে না শিখিয়ে দেন তাহলে শুধু বই পড়ে কি শিখতে পারবি, প্রফেসার পাশে থাকলে তোর ভুলগুলি ধরে শিখিয়ে দিবে, ওরে সব কর্ম্মেরই জন্য সদ্‌গুরু চাই; সেই জন্যই তো তোদের বলি মন ফোকা গুরুর কাছে যা মনের সন্ধান পাবি, শাস্ত্র তাস্ত্র পড়লে কিছুই হবে না।

প্রশ্ন :—

মনকে না ধরলে কি কিছুই হয় না বাবা।

দ্যুত বোকা মনকে না ধরতে পারলে কি কোন কাজ হয়, আগে মন তারপর কাজ, সব কাজের আগে মন,— মনই তো তোকে পরিচালনা করে, মনকে নিজের পরিচালনায় আনতে হয়, মন যেন তোমাকে পরিচালিত না করে; তুমি মনকে পরিচালিত কর। বাহিরকার সব কর্ম্ম দেহ করে, ভিতরকার সব কর্ম্ম করে মন, মনকে না ধরতে পারলে তাঁকে ধরতে পারবি না। একটা অন্ধকার ঘরে তুই বসে থাক, কিছুই দেখতে পাবি না, তখন তোর বাতির প্রয়োজন হবে বাতি না জ্বাললে কিছুই দেখতে পাবিনা, তেমনি মনকে না জাগালে মনকে না ফুটালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিতরকার তাঁর প্রকাশও দেখতে পাবি না,— জীবের সঙ্গে দেহের সম্বন্ধ, মনের সঙ্গে যোগীর সম্বন্ধ। সাধন জগতে মনকে না বাঁধতে পারলে কিছুই হবেনা, সাধনের আগে মন সাধন কর। জীব দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে মনের সঙ্গে রাখে না তাই ভিতরের কোন জিনিষ উপলব্ধি করতে পারে না।

প্রশ্ন :—

আচ্ছা সাধকরা তো নিজের মুক্তির জন্য সাধনা করেন তাঁদের তো আর জন্ম নিতে হয় না।

আমি তো মুক্তি চাই না বাবা, মুক্তি চাইলেতো কেবল নিজেরই কল্যাণ কামনা করা হবে। আমি মাকে অহরহ প্রার্থনা করি মা—মাগো, তুমি আমাকে যে যোনীই দাও না কেন শুধু এইটুকু আমাকে দিও যেন তোমার উপর আমার ভক্তি শ্রদ্ধা থাকে, তোমার উপর ভক্তি রেখে যেন তোমার মহিমা প্রচার করতে পারি, মায়ামুগ্ধ জীবের কল্যাণ সাধন করতে পারি। ওরে মুক্তি চাইলে তো কেবল নিজের কল্যাণ সাধিৎই হবে, কেবল নিজের জন্যই চাওয়া হবে, তাহ'লে তো আমি স্বার্থপর হয়ে যাব। আমার চোখের জল দিয়ে যেন আমি পাপ তাপ রোগ শোক পীড়িত মানবের কল্যাণ সাধন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে পারি,তবেইতো আমার সত্যিকারের সাধনার সফলতা আসবে, আমার এতদিনের সাধনার সফলতা আসবে।

সিলী রাজ বাটীতে আমি ক্ষেপা ও কয়েকজন ভক্ত বসিয়া আছি, ক্ষেপা রাজা উপেন্দ্র নারায়ণ সিংহকে সপ্তসতী হোম, চণ্ডীপাঠ ও কুমারী পূজ র জন্য বলিলেন— ওরে আগে রাজারাই হোম যজ্ঞ করতো তুই করনা, যজ্ঞ করাতো তোদের সাজে। একজন লোক ক্ষেপাকে বলিলেন আচ্ছা এযুগে কি যজ্ঞ মানায়, যে যুগের যে কাজ সেই যুগেই তা করা উচিত যথা :—

ধ্যান প্রথম যুগ; মুখ যুগ দুজ
দ্বাপর পরিপূরণ হরি পূজ ॥

ক্ষেপা বলিলেন শালা আমিতো বলেছি শাস্ত্রের কথা আমার কাছে বলিস্ না; আমি শাস্ত্র জানি না, ওরে যুগ সেই ঠিক আছে, সেই সূর্য্য, সেই চন্দ্র, সেই তারকা, সেই পশুপক্ষী, সেই মানুষ, সে যুগেও জীব ছিল; এ যুগেও জীব আছে, প্রভেদের ভিতর শুধু কর্ম্ম ও নীতি আমরা ভুলে গেছি, কর্ম্ম ও নীতি ভুলে যাওয়ার জন্য আমাদের এই দুরবস্থা, যেমন যেমন কর্ম্ম ও নীতিকে আমরা ভুলতে লাগলাম, তেমন তেমন দুরবস্থার মাঝে পড়তে লাগলাম। আর যুগ ধর্ম্ম বলে যুগের উপর দোষারোপ করতে লাগলাম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখ এই শরীরের ভিতরেই সব যুগ রয়েছে, কর্ম্ম ও নীতিকে বজায় রাখা সব যুগেই দেখতে পাবি, ওরে বাবা মনের কাছেই সব, মনকে যদি সৎ করতে পারলি তাহ'লে দেখবি যুগও তোর কাছে ভাল আছে।

প্রশ্ন :— গেরুয়া না পরলে কি সাধু হওয়া যায় না।

ওরে গেরুয়া হ'চ্ছে ত্যাগের লক্ষণ দীনহীন বেশ। রূপ না ধরলে তো গুণের প্রকাশ ভাবের প্রকাশ হয় না, এই তোদের সাধারণ ভাব বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন—যাত্রাতে কেউ দ্রৌপদীর পাঠ করছে, কেউ শ্রীকৃষ্ণের পাঠ করছে যে দ্রৌপদীর অভিনয় করছে সে দ্রৌপদীর মত কাপড় পরেছে চলছে ফিরছে কথা বলছে যে শ্রীকৃষ্ণের মত কাপড় পরেছে সে শ্রীকৃষ্ণের মত কথা বলছে চলছে ফিরছে, রূপ না ধরলে তো ভাবের প্রকাশ হবে না। যখনই শ্রীকৃষ্ণের পোষাক দ্রৌপদীর পোষাক খুলে দিবে তখনই রূপ বদলে যাবে ভাব আসবে না, হাজার চেষ্টা করলেও আর সে রকম অভিনয় করতে পারবেনা. এই উকিলদেরই দেখনা পোষাক পরে কাছারীতে গিয়ে বিচারকের কাছে খুব বক্তৃতা করে আসে, বাড়ীতে কি পোষাক খুলে মক্কেলের সামনে সেরকম দিতে পারে? পারেনা কেন—রূপ নেই রূপ না থাকার জন্যে ভাবও নেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীক্ষেপার বাণী।

১। তোদের সর্ব্বনাশ হোক্। সর্ব্বনাশ না, হইলে কি সর্ব্বময়কে পাওয়া যায়। যখন তোমার সর্ব্বনাশ হইবে তখনই সর্ব্বময়কে লাভ করিবে। সর্ব্বত্যাগী না হইলে সর্ব্বস্ব পাওয়া যায় না।

২। ন কাঁদলে কি মায়ের স্নেহ পাওয়া যায়, ওরে কাঁদ খুব কাঁদ কেঁদে চোখের জলে মায়ের চরণ ধুইয়ে দে, সত্যি সত্যি যতক্ষণ না কাঁদবি ততক্ষণ মায়ের কোলে চাপতে পারবি না, কাঁদার মত কাঁদলে মা তোকে কোলে তুলে নিবে, স্নেহ চুম্বনে তোকে অভিসিক্ত করে দিবে, তোর শূণ্য হৃদয় আনন্দরসে প্লাবিত হয়ে উঠবে, তুই আনন্দ সাগরে বিরাজ করবি ওরে কাঁদতে তোরা ভুলিস্ না।

৩। হৃদয় মন্দিরে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত কর, সত্যের আশ্রয় গ্রহণ কর, সত্যাশ্রয়ীর পরাজয় কোথাও নেই, সত্যের সেবা করতে পারলে সত্যস্বরূপের রূপ তোমার শরীরে ফুটে বেরুবে।

৪। লাভ ক্ষতির হিসাব নিকাশ যত ছাড়তে পারবে তত তোমার হৃদয় নির্ম্মল হবে। স্বার্থবুদ্ধি না ছাড়তে পারলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয় পবিত্র হবে না, স্বার্থবুদ্ধিই হৃদয়কে কলুষিত করে। কলুষিত হৃদয়ে কখনও আনন্দ পাওয়া যায় না, জীবনে আনন্দ না পেলে আনন্দময়ীকে লাভ করতে পারা যায় না।

৫। মিথ্যার কাছ থেকে যতদূরে থাকবে তোমার মনে তত বল আসবে; মিথ্যাতে মন দুর্ব্বল করে; মনের জোর না থাকলে কোন কাজই সহজ ভাবে করতে পারা যায় না, মনের দুর্ব্বলতার জন্যেই দারিদ্রতা আসে।

৬। কামকে পরিত্যাগ না করলে কামনা সিদ্ধ হয় না, কামকে দমন করবার উপায় মা বলে ডাকা। কোন মেয়েকে দেখলে যদি তোমার কাম জাগে তাহ'লে তাকে মা বলে ডেকে দিও, মনের ইচ্ছা থাকলেও তোমাকে উচ্ছৃঙ্খল করতে পারবে না, তোমার কুপ্রবৃত্তি আপনা আপনি দূর হয়ে যাবে।

৭। লোকের গুণগুলি আলোচনা করো,—লোকের গুণ গুলি আলোচনা করলে সে গুণ গুলি অনুসরণ করবার চেষ্টা করবে। কারো দোষ গুলি দেখতে যেওনা, পর-নিন্দা বা পরচর্চ্চা হৃদয়ের কুষ্ঠব্যাধি।

৮। সব সময়ে অন্তরকে নির্ম্মল রাখিবে। অন্তরে ভগবান বিরাজ করেন। দেহটীও পবিত্র রাখবে। দেহটী ভগবানের মন্দির।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯। আত্ম নিবেদনের মত জিনিষ আর নেই। যদি সম্পূর্ণ রূপে তাঁর উপর আত্ম নিবেদন করতে পার তা হ'লে দেখবে তিনি সম্পূর্ণরূপে তোমার ভার গ্রহণ ক'রেছেন। সব কর্ম্মে সব অবস্থায় তাঁর উপর নির্ভর ক'রতে শেখ।

১০। প্রকৃতির রূপ যতক্ষণ না ধরবে ততক্ষণ প্রকৃতির সাধন করতে পারবে না, প্রকৃত শক্তি না জাগ্রত হ'লে প্রেম আসে না। হৃদয়ে প্রেম না থাকলে প্রেমময়কেও লাভ করতে পারা যায় না, প্রকৃতি শক্তি মানে আহ্লাদিনী শক্তি (কুল কুণ্ডলিনী)। রাধা শক্তি না জাগলে কি কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। রাধা শক্তি জাগ্রত কর, রাধা রূপ ধর তাহা মাধবকে লাভ করবে।

১১। নিজেকে সব সময় কর্ম্মের মাঝে আবদ্ধ রাখ; মনকে কাজের মাঝে বেঁধে রাখলে মন এদিক ওদিক ছোটাছুটী করতে পারবে না, কাজের মাঝে থাকলে আপনা আপনি কু-প্রবৃত্তি ও কু-চিন্তা দূর হয়ে যাবে, অসৎ ব্যক্তি-দের মনেই বেশী অসৎ চিন্তা থাকে।

১২। চৈতন্যের পূজা না করলে চৈতন্য উদয় হয় না, চৈতন্য শক্তির পূজা কর চৈতন্যের উদয় হবে, তিনি চৈতন্যের মাঝে তোমাকে সাড়া দিবেন। জড় শক্তির দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জড়তা আসে, জড় শক্তিকে বাদ দিয়ে যত চৈতন্য শক্তির দিকে এগুতে থাকবে তত তাঁর চৈতন্য শক্তির প্রকাশ দেখতে পাবে।

১৩। আত্মার সেবা কর তা'হলে আত্মার অনুভূতি পাবে, সর্ব্বব্যাপী তিনি এই ভাবে সর্ব্ব জীবে সেবা করতে থাক, সকলের মাঝে তাঁর প্রকাশ পাবে, মন্দিরে; মস্‌জিদে; তীর্থে তোমাকে ছুটতে হবে না।

১৪। ভাব না থাকলে ভক্তি আসে না, ভক্তি না থাকলে সেবা বা দান আসে না; ভক্তিই মুক্তির পথ।

১৫। যাচ্ঞা না করলে অহং ও আমিত্বের নাশ হয় না, অহং ও আমিত্বের নাশ না হ'লে আত্মাময় জগৎ দেখতে পাওয়া যায় না।

১৬। সকলের নীচে থাকবার চেষ্টা কর সকলের নীচে থাকলে সকলের স্নেহ পাওয়া যায়, তাতে যে আনন্দ সকলের উপর হ'লে সে আনন্দ পাওয়া যায় না, দীন-হীন না হ'লে দীন-বন্ধুকে পাওয়া যায় না।

১৭। আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে শেখ, যত আকাঙ্ক্ষা করবে তত আকাঙ্ক্ষা বেড়েই যাবে, আকাঙ্ক্ষা না থাকলে হৃদয়ে শান্তি পাবে, অশান্ত হৃদয়ে শান্তিময়কে পাওয়া যায় না।

১৮। নিজে না জাগলে ভগবানকে জাগান যায় না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanas

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আগে তুমি জাগ, তোমার ভিতরের নিদ্রিত ভগবান্‌কে জাগাও তখন সর্ব্বত্র জাগ্রতরূপে ভগবান্‌কে দেখতে পাবে।

১৯। ভক্তের স্নেহ ভালবাসা না পেলে ভগবানের স্নেহ ভালবাসা পাওয়া যায় না, ভক্তের সেবাই ভগবানের সেবা, তিনি যে ভক্তপ্রিয় মাধব।

২০। নিজে আনন্দ না পেলে অপরকে আনন্দ দিতে পারা যায় না। আগে তুই তোকে চিন, তারপর তোর আত্মীয় স্ব-জনকে চিন, তারপর সর্ব্বজীবকে চিন, তারপর আনন্দময়ী মাকে চিন, তুই যদি নিজে আনন্দ না পাস তবে অপরকে তুই আনন্দ দিবি কি করে।

২১। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ দুটী জগৎ। বহির্জগতে বাহিরের কাজ কর আর অন্তর্জগৎটাকে অন্তরতমের চিন্তাতে লীন করে রাখ। বাহিরে যেমন মুখে কথা বলা যায়, অন্তরে অন্তরে তেমনি অন্তরতমের সঙ্গে কথা বলতে পারা যায়, অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অন্তরকে দেখা যায়, বহির্দৃষ্টিতে বহির্জগৎকে দেখা যায়। অন্তর জাগ্রত করে অন্তরতমকে জাগ্রত কর।

২২। নির্ব্বিচারে সকল আত্মার সেবা করে যেও, কিন্তু সৎপাত্র ছাড়া দান (অর্থ) দিও না, অসৎ পাত্রে দান দিলে দাতা ও গৃহিতা কারো কল্যাণ হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৩। যারা কু-প্রবৃত্তি ও কুট-নীতি নিয়ে সাধন করে করে তাদের সিদ্ধি হয় না; যে পর্য্যন্ত মানুষের সুখে দুঃখে সমবেদনাকারী না হওয়া যায় সে পর্য্যন্ত মুক্তির পথে এগুলো যায় না, সাধক উপকার ও মঙ্গল করতে প্রস্তুত থাকে, কখন কারও অমঙ্গল করতে যায় না। লোকের মঙ্গল করবার আকাঙ্খা রাখলে মঙ্গলময়ের করুণা পাওয়া যায়।

২৪। সর্ব্ব প্রথমে মানুষের স্নেহ ভালবাসা নিবার চেষ্টা কর, যতক্ষণ মানুষের স্নেহ ভালবাসা না পাবে ততক্ষণ ভগবানের স্নেহ ভালবাসা পাবে না, মানুষকে স্নেহ করলে ভাল বাসলে সহজেই ভগবানের স্নেহ ভালবাসা পাওয়া যায়, মানুষের মাঝেই ভগবান।

২৫। শক্তি ছাড়া সাধন হয় না, ভোগ ছাড়া ত্যাগ হয় না, যেমন লোহার দ্বারা লোহাকে কাটা যায় তেমনি শক্তি দ্বারা অসুর শক্তিকে দূর করতে পারা যায়, পতনের ভয় থাকে না।

২৬। পরাধীন জীবনে সাধন হয় না, স্বাধীন জীবনেই সাধন হয়, যেমন বামাক্ষেপা, তারাক্ষেপা, রামপ্রসাদ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রামকৃষ্ণ পরমহংস স্বাধীন জীবনেই মহাপুরুষ হয়েছিলেন।

২৭। গুরুমুখ হবার পর আবার যারা দ্বিতীয় গুরু করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাদের ইহ জন্মে ও পর জন্মে মুক্তি নেই, গুরুকে অবিশ্বাস করা— যেমন একটা মেয়ের দ্বিতীয়বার বিবাহ হয় না, আর বিবাহ হইলেই ভ্রষ্টাচারী হয়, সেরূপ গুরু ক পর আবার গুরু করিলে তিনিও ভ্রষ্টাচারী হন, তিনি ভগবানের করুণা পান না।

২৮। দীক্ষা দীক্ষা করিলে দীক্ষা দেওয়া হয় না, দীক্ষা দেবার আগে ভিতরের কাঁটাগুলি সরিয়ে দিতে হবে, তবেই তো রাস্তা পরিষ্কার হবে, সেই রকম প্রতি গুরু শিষ্যের ভিতরের সমস্ত গলদ ও কাঁটা পরিষ্কার করে রাস্তা দেখিয়ে দিবেন, রাস্তা ঠিক না করে দেওয়ার জন্যেই শিষ্যেরা অন্ধকার কূপে পড়ছেন, আগে গুরুকে শিষ্যের ভিতরে ক্ষেত্র তৈরী করতে হয়, ক্ষেত্র তৈরী করার পর বীজ বপন করলে বীজ নষ্ট হবার ভয় থাকে না, আর তাঁরাই প্রকৃত গুরু শিষ্য।

২৯। ধর্ম্মের উপরে গ্লানি কেন হচ্ছে জানিস্, আজ সমাজ নেই বলেই ধর্ম্মের উপরে গ্লানি হচ্ছে, জাতির কেউতো কর্ম্ম করেনা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সব কর্ম্ম ভুলে গেছে সেই জন্যেই সনাতন ধর্ম্ম লোপ পেতে বসেছে। সমাজ না জাগলে ধর্ম্মও জাগবে না—নীতিও জাগবে না, যে যে ধর্ম্মে ধর্ম্মাবলম্বী সর্ব্ব আগে তার সমাজকে দেখতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হবে, সমাজ নেই বলেই আজ জাতি হিংসা বেড়ে চলেছে উচ্ছৃঙ্খলতা বেড়ে চলেছে ব্যাভিচারে দেশ ছেয়ে গেছে, ধর্ম্ম বলতে তো ওই যিনি নিজের সমাজের সেবা করেন ধর্ম্মের উপর লক্ষ্য রেখে সমাজের আদর্শ ও নীতিকে বজায় রাখেন।

৩০। মনে যেমন একাগ্রতা আসবে তেমনি তেমনি ধ্যান গাঢ় হবে, যত ধ্যান গাঢ় হবে ততই তন্ময়তা বেশী হবে, তন্ময়তা বেশী হ'লেই সমাধি হবে, সমাধিতে জ্যোতি দর্শন হবে, বাহির জগতে জ্যোতি দর্শন হয় না, অন্তর জগতেই জ্যোতি দর্শন হয়, যে তোমরা অন্তর জগতে দৃষ্টি দাও, অন্তর জগতে দৃষ্টি দিলেই জ্যোতি ও রূপ দর্শন হবে।

৩১। মুখে নাম বললে কি হয়, তোতা পাখীরাও তো রাম নাম বলে যখন বেড়ালে ধরে তখন রাম নাম ভুলিয়া ট্যাঁ ট্যাঁ করে, ওরে মনে প্রাণে নাম কর, মনে প্রাণে নাম করলে মনও জাগবে প্রাণও জাগবে, তখন নামের মহিমা বুঝতে পারবে ও নামীর সাড়া পাইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্ম ও রাজনীতি কি আলাদা—

ওরে নীতিই এক প্রকার ঈশ্বর যে নীতি ও আদেশ বজায় রাখতে পারে সেইতো মহাপুরুষ এই নীতিতেই দেখনা—মহাত্মা গান্ধী জাতীয় পতাকার তিনটী রং দিয়েছেন—, ত্যাগ, শ্রদ্ধা, সেবা—ধর্ম্ম নীতির ভেতরও ত্যাগ, শ্রদ্ধা ও সেবা ধর্ম্মের ভিতরে রাজনীতি ও সমাজনীতি সবই রয়েছে, ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে রাজনীতি ও সমাজনীতি কোনই চলতে পারে না, আধ্যাত্মিক ভাবপ্রসূত ভারতে সকাল হ'তে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত দৈনন্দিন কার্য্যই ধর্ম্মের মাধ্যমে পরিচালিত হ'ত। দেখনা তোদের রাজনীতির ভিতরেও ত্যাগ শ্রদ্ধা সেবা, আবার সাধুদের ভিতরেও ত্যাগ শ্রদ্ধা সেবা, তাহ'লে রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির প্রভেদ কোথায়— প্রভেদের ভিতরে তোদের নেতাদের, নেতাগিরি নিয়ে মারামারি কাটাকাটি আছে আর সাধুদের ভিতরে তা নেই,— ওরে যে নীতিই মান না কেন ঠিক করে নীতিকে আদর্শকে ধরে রাখ তাতেই সব হবে।

——:(শেষ):——

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুলিয়া অন্নপূর্ণা প্রেস হইতে মুদ্রিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi